হাওয়ারীনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ২৬

(১)তখন আগ্রিপ্প হযরত পৌল রা.-কে বললেন,

"তোমার নিজের পক্ষে কথা বলার জন্য তোমাকে অনুমতি দেয়া গেলো।" (২)তখন তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়ে নিজের পক্ষে এই কথা বলতে লাগলেন, "হে বাদশাহ আগ্রিপ্প, আপনার সামনে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। ইহুদিরা আমার বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ করেছে, আজ আমি তার সব খন্ডন করবো। (৩)কারণ বিশেষ করে আপনি ইহুদিদের রীতিনীতি এবং মত বিরোধের বিষয়গুলো জানেন। এ-জন্য ধৈর্য ধরে আমার কথাগুলো শুনতে আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

(৪)ইহুদিরা সবাই আমার ছেলেবেলা থেকে শুরু করে আমার জীবনের সবকিছু জানে, যে-জীবন আমি আমার লোকদের মধ্যে ও জেরুসালেমে কাটিয়েছি। (৫)তারা অনেকদিন ধরেই আমাকে চেনে এবং ইচ্ছা করলে তারা এই সাক্ষ্য দিতে পারে যে, আমি আমাদের ধর্মের ধর্মীয় গোঁড়া দলের লোক এবং ফরিসী হিসাবেই জীবন কাটিয়েছি।

(৬)এখন আমি বিচারের সামনে দাঁড়িয়েছি এ-জন্য যে, আল্লাহ আমার পূর্বপুরুষদের কাছে যে-ওয়াদা করেছিলেন, তাতে আমি আশা রাখি। (৭)কেবল একটি ওয়াদার পূর্ণতা দেখার আশায় আমাদের বারো গোষ্ঠীর লোকেরা দিনরাত মন-প্রাণ দিয়ে আল্লাহর এবাদত করে। মহারাজ, সেই আশার জন্যই ইহুদিরা আমাকে দোষারোপ করছে।

(৮)আপনারা কেনো বিশ্বাস করতে পারেন না যে, আল্লাহ মৃতদের জীবিত করে তুলতে পারেন? (৯)আমি নিজেই বিশ্বাস করতাম যে, নাসরতের হযরত ইসা আ.-এর নামের বিরুদ্ধে যা করা যায়, তার সবই আমার করা উচিত। আর জেরুসালেমে আমি ঠিক তা-ই করছিলাম।

(১০)প্রধান ইমামদের কাছ থেকে ক্ষমতা পেয়ে আমি কামেলদের শুধু জেলেই বন্দি করিনি, তাঁদের হত্যা করার সময় তাঁদের বিরুদ্ধে সায়ও দিতাম।

(১১)আমি প্রায় প্রতিটি সিনাগোগে গিয়ে তাঁদের শাস্তি দিয়েছি এবং আল্লাহর নিন্দা করার জন্য তাঁদের ওপর জোর খাটিয়েছি। তাঁদের ওপর আমার এতো রাগ ছিলো যে, তাঁদের ওপর এতো জুলুম করেছি যে, তাঁদের বিতাড়িত করে বিদেশে ঠেলে দিয়েছি। (১২)এভাবে একবার প্রধান ইমামদের কাছ থেকে ক্ষমতা ও হুকুম নিয়ে আমি দামেস্কে যাচ্ছিলাম।

(১৩)মহারাজ, তখন বেলা প্রায় দুপুর। আমি দেখলাম, পথের মধ্যে সূর্য থেকেও উজ্জ্বল একটি আলো আসমান থেকে আমার ও আমার সঙ্গীদের চারদিকে জ্বলতে লাগলো। (১৪)আমরা সবাই মাটিতে পড়ে গেলাম এবং আমি শুনলাম, একটি কণ্ঠস্বর ইব্রানি ভাষায় আমাকে বলছেন, 'শৌল, শৌল, কেনো তুমি আমার ওপর জুলুম করছো? কাঁটা বসানো লাঠির মুখে লাথি মারলে তোমার ক্ষতি হবে।'

(১৫)আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'মালিক, আপনি কে?'

(১৬)তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি ইসা, যাঁর ওপর তুমি জুলুম করছো। কিন্তু এখন ওঠো, তোমার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও, কারণ আমি তোমাকে দেখা দিলাম, যেনো তুমি আমাকে যেভাবে দেখলে এবং আমি তোমাকে যা দেখাবো, তার সাক্ষী ও সেবাকারী হিসাবে তোমাকে নিযুক্ত করতে পারি। (১৭)আমি তোমাকে যাদের কাছে পাঠাচ্ছি, তোমার সেই নিজের লোকদের ও অ-ইহুদিদের হাত থেকে আমি তোমাকে উদ্ধার করবো, যেনো তুমি তাদের চোখ খুলে দাও; (১৮)তারা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে ও শয়তানের কর্তৃত্ব থেকে আল্লাহর দিকে ফিরে এবং আমার ওপর ইমান এনে গুনাহের মাফ ও পাকসাফ হওয়া লোকদের মধ্যে স্থান পায়।'

(১৯)বাদশাহ আগ্রিপ্প, এরপর থেকে আমি এই বেহেস্তি দর্শনের অবাধ্য হইনি। (২০)কিন্তু যাঁরা দামেস্কে আছে, তাঁদের কাছে প্রথমে, তারপর জেরুসালেমে এবং গোটা ইহুদিয়া প্রদেশে এবং অইহুদিদের কাছেও প্রচার করেছি যে, যেনো তাঁরা তওবা করে আল্লাহর দিকে ফেরে এবং সব সময় তওবার উপযোগী কাজ করে। (২১)এ-জন্যই ইহুদিরা আমাকে বায়তুল-মোকাদ্দসে ধরে হত্যা করার চেষ্টা করছিলো।

(২২)আজ পর্যন্ত আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করেছেন এবং এ-জন্যই আমি এখানে দাঁড়িয়ে ছোট-বড়ো সবার কাছে সাক্ষ্য দিচ্ছি। নবিরা এবং হযরত মুসা আ. যা-যা ঘটার কথা বলেছেন, তার বাইরে আমি কিছুই বলছি না।

(২৩)তাহলো এই যে, মসিহকে কষ্টভোগ করতে হবে এবং মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমে জীবিত হয়ে উঠে তাঁর নিজের জাতির লোকদের ও অ-ইহুদিদের কাছে আলোর বিষয়ে ঘোষণা করতে হবে।"

(২৪)এভাবে যখন তিনি নিজের পক্ষে কথা বলছিলেন, তখন ফাস্তুস তাকে বাধা দিয়ে চিৎকার করে বললেন, "পৌল, তুমি পাগল হয়ে গেছো! অনেক পড়াশোনা তোমাকে পাগল করে তুলেছে।" (২৫)কিন্তু হযরত পৌল রা. বললেন, "মাননীয় ফাস্তুস, আমি পাগল হইনি। কিন্তু আমি সত্যি ও যুক্তিপুর্ণ কথা বলছি। (২৬)নিশ্চয়ই বাদশাহ এসব বিষয়ে জানেন এবং আমি তাঁর সংগে খোলা-খুলিভাবে কথা বলি। আর এ-কথা আমি নিশ্চয়ই জানি যে, এর কিছুই তাঁর চোখ এড়ায়নি, কারণ এসব তো গোপনে করা হয়নি।

(২৭)বাদশাহ আগ্রিপ্প, আপনি কি নবিদের কথা বিশ্বাস করেন? আমি জানি আপনি করেন।" (২৮)তখন আগ্রিপ্প হযরত পৌল রা.-কে বললেন, "তুমি কি এতো অল্পতেই আমাকে মসিহের অনুসারী করে ফেলতে চাও?" (২৯)হযরত পৌল রা. বললেন, "অল্প হোক বা বেশি হোক, আমি আল্লাহর কাছে এই মোনাজাত করি যে, কেবল আপনি নন কিন্তু যারা আজ আমার কথা শুনছেন, তারা সবাই যেনো আমার মতো হন-কেবল এই শেকল ছাড়া।"

(৩০)তখন বাদশাহ উঠে দাঁড়ালেন এবং তার সাথে-সাথে গভর্নর ফাস্তুস ও বার্নিকি এবং যারা তাদের সংগে বসেছিলেন, সবাই উঠে দাঁড়ালেন।

(৩১)তারপর তারা সেই ঘর ছেড়ে চলে যাবার সময় একে অন্যকে বলতে লাগলেন, "এই লোকটি মৃত্যুর শাস্তি পাবার বা জেলখাটার মতো কিছুই করেনি।" (৩২)আগ্রিপ্প ফাস্তুসকে বললেন, "এই লোকটি যদি সম্রাটের কাছে আপিল না-করতো, তাহলে তাকে ছেড়ে দেয়া যেতো।"